প্রগতিশীলতা: আমার ভাবনা

নন্দিনী হোসেন

(এই লিখাটি আসলে শুরু করেছিলাম আমেরিকার নির্বাচনের পর পরই। কিন্তু শেষ না করেই ফেলে রেখেছিলাম এতদিন ;ভেবেছিলাম কি হবে এসব লিখে ! তারপর আবার ও মত পরির্বতন করে লিখাটা শেষ করলাম । বিষয়টা শুধু তো আর আমেরিকার নির্বাচনে সীমাবদ্ধ নেই।দেখতে পাচ্ছি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। কিছু কিছু প্রগতিশীল/মানবতাবাদী দাবী দার দের নিয়ে আমার মনে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। লিখার বিষয় বস্ত আসলে সেটাই। তাই মনে করি লিখাটার প্রাসংগিকতাটা রয়েই গেছে)

অবশেষে সমাপ্ত হলো আমেরিকার এ যাবত কালের ইতিহাসে বহুল আলোচিত এবং প্রতিক্ষিত ভোট যুদ্ধ । ফলাফল এখন সবারই জানা। হোয়াইট হাউসে বুশের দ্বিতীয়বার সদম্ভে ফিরে আসাটা শুধু আমেরিকাবাসী দের জন্যই নয়,সারা মানব জাতীর জন্যই কত খানি কল্যান কর হবে তার জবাব একদিন ইতিহাসই দেবে । তবে তিনি যে এখন আর ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবেন তা বলাই বাহুল্য ।যা হোক । আমার বলার প্রসংগ ভিন্ন । বুশের কথা আপাতত থাক ।

একটা বিষয়ে আমার দারুন খটকা লেগেছে । তাই এই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু না লিখে পারছি না । যেমন মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে ভাবি প্রগতিশীল/মানবতাবাদ এসব শব্দের সংজ্ঞাটা আসলে কি ?এই ভাবনা বা প্রশ্নটা ইদানীং আমাকে বেশ বিরক্ত করছে ! বিস্মিত ভাবটা আর চেপে রাখতে না পেরে আমার আজকের এই লিখা । তার কারণ হলো,আমাদের মধ্যে কিছু কিছু মানবতাবাদী/ফ্রিথিঙ্কার আছেন (তাদের দাবী অনুযায়ী),যাদের কথা বার্তার সাথে আশ্চর্য রকমের মিল আছে হাত কাটা,রগ কাটা বোমা মারা,চুড়ান্তরকম মানবতা-বিরোধী কর্ম-কান্ডের হোতামৌলবাদী কাঠ-মোল্লাদের সাথে। যারা অন্য মত গ্রাহ্য করে না কস্মিন কালে। একমাত্র তারা এবং তাদের সাংগ-পাংগ ছাড়া আর সবাই কাফির। এটাই তাদের অভিমত। তাদের কর্মকান্ডে মনে হয় কাফিরদের বধ করার জন্যই ধরাধামে তাদের আগমন !এই পবিত্র কর্ম সমাধা না করলে তাদের বেহেস্ত,তথা হুরি-পরী লাভ হবে না। এই লোভ যে তাদের মধ্যে কত ভয়ানক ভাবে গেড়ে বসেছে তা আমরা সকলেই কম বেশী জানি।

তবু এদের কে না হয় বুঝা যায়। তাদের উদ্দেশ্য মোটা দাগে পরিষ্কার । শত হস্তে দূরে থাকার চেষ্টা করা যায় এদের থেকে । কিন্তু আমাদের এই সব মানবতাবাদী /ফ্রিথিংকার দের কিছুতেই বুঝি না। কি তাদের চাওয়া তা নিয়ে অনেক সময় ভেবেছি । এদের কারো কারো প্রতিটি বাক্যের সাথে,শব্দের সাথে কি ভয়ানক রকম মিল **কাফির মাত্র বধ যোগ্য** এই মতানুসারীদের সাথে!নাম ধাম স্থান কাল পাত্র অদল বদল করে তাদের কথা বার্তার কিছু উদ্বতি তুলে ধরলে মোটেই পৃথক করা যাবে না এরা আসলে কে !বুশ না লাদেন !

এই সব তথা কথিত প্রগতিশীল ফ্রিথিংকারদের কথাবার্তা শুনলে মনে হয়,তাদের একমাত্র মিশন হচ্ছে বিশেষ কোন ধর্ম ;আর ও খোলাসা করে বললে বলতে হয় সেই ধর্মের অনুসারীদের এই ধরধাম থেকে যে কোন পন্থায় হোক নিশ্চিন্ন করে দেওয়া ! তা যে কোন নাম দিয়ে ই হোক না কেন !আর তা করতে বুশ সাহেবের চেয়ে সর্বোতভাবে যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছেন বর্তমান পৃথিবীতে ! তাই বুঝি বুশের বর্বরতাকে নানা কথার মোড়কে সমর্থন করতেই হবে। বুশ ঘোষিত ক্রোসেড তাই এদের দারুণ পছন্দ !এটা কি শুধুই এ কারণে যে আমেরিকা তাদের ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে বলে? মালিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা খুবই ভাল গুণ বটে,তবে তার মনে করি একটা সীমা ও আছে। আছে একটা যৌক্তিক ভিত্তি । না হলে সেটা পরিণত হয় মেরুদন্ডহীন হাস্যকর কর্মকান্ডে !

তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন তারা যদি নিজেদে উদার/প্রগতিশীল/ মানবতাবাদী এই সব অভিধায় নিজেদের পরিচিত করার প্রয়াস না নিতেন তাহলে অবশ্যই এই লিখার ও কোন দরকার হত না।আমরা সাধারণ পাঠকেরা তাতে বিভ্রান্ত ও হতাম না ।

এতকাল জেনে আসছি যে বা যারা প্রকৃত উদার ,প্রগতিশীল,মানবতাবাদী তারা বিবেকের কাছে পরিস্কার থাকেন,অন্তত চেষ্টা করেন। কালো কে তারা কালো ই বলেন,কোন অর্থেই সাদা দেখেন না। পৃথিবীর সব নিপীড়িত,নির্যাতিত মানবের কল্যানেই তারা কথা বলেন। কাজ করেন । সব ধরনের ভন্ডামীর বিরুদ্ধে তারা থাকেন সোচ্চার । কোন নাম দিয়েই রাত কে দিন করার প্রচেষ্টা নেন না !

কল্যাণ হোক সবার
২৬/১১/০৪